যায়যায়দিন

তারিখ 5 FEB 2004
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বই সঙ্কটের জন্য ভর্তুকির ২৬ কোটি টাকাই ফ্যাক্টর

এম মামুন হোসেন

বই ছাপার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবার প্রকাশকদের যে কাগজ দিয়েছে ভর্তুকিসহ তার মোট দাম প্রায় ৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের ভর্তুকি রয়েছে প্রায় ২৬ কোটি টাকা। বাজারে মাধ্যমিক স্তরের বই সঙ্কটের জন্য সরকারের ভর্তুকি দেয়া এ ২৬ কোটি টাকাই ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। শিক্ষাবর্ষের এক মাস পার হলেও পুরো সেট বই এখনো হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা। যে বইগুলো বাজারে এসেছে তার সঙ্কট থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে বই কিনছেন। বাজারে বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী রমরমা নোটবইয়ের ব্যবসা করছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পাঠ্যবইয়ের বিকল্প হিসেবে বাধ্য হয়ে এখন নোটবই কিনছেন।

নোটবইয়ের বাজার রমরমা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানায়, সাদা কাগজে পাঠ্যবই ছাপার জন্য বোর্ড ভর্তুকি দিয়ে প্রকাশকদের কাগজ সরবরাহ করে থাকে। বোর্ড ৮৩৫ টাকা রিমে যে কাগজ প্রকাশকদের দেয়, তার বাজার মূল্য ১ হাজার ৩০০ টাকারও বেশি। মাধ্যমিক স্তরের ৯৬টি বইয়ের ২ কোটি ৬০ লাখ ২৪ হাজার ৭০ কপি ছাপার জন্য বোর্ড যে কাগজ দিয়েছে ভর্তুকিসহ তার মোট দাম প্রায় ৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ প্রায় ২৬ কোটি টাকা। আর প্রকাশকরা ভর্তুকির কাগজে বই না ছেপে তা বিক্রি করে দিয়েছে বলে বড় ধরনের অভিযোগ উঠেছে। আর এ কারণেই বাজারে বইয়ের সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। সঙ্কট সৃষ্টি করে এক ধরনের অসাধু ব্যবসায়ী নোটবইয়ের রমরমা ব্যবসা করছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বাধ্য হচ্ছেন নোটবই কিনতে। বাংলাবাজার, পল্টন ও আরামবাগ ঘুরে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে, প্রকাশকরা পাঠ্যবই নয়, নোটবই ছাপার কাজেই বেশি পৃ ১০ >> ক ৩

বই সঙ্কটের জন্য ভর্তুকির ২৬ কোটি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ব্যস্ত। তড়িঘড়ি নোটবই ছাপা এবং বাইন্ডিং করার কারণে এক বছরের জন্য কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে তা ব্যবহার করা কষ্টকর হবে বলে ধারণা করছেন অভিভাবকরা।

এদিকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই সঙ্কট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠ্যবই সঙ্কট নিয়ে প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সভা শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের একথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, এরই মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তি সঙ্কটের পেছনের কারণ খতিয়ে দেখতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাও বিষয়টি খুঁজে দেখছে বলে তিনি জানান। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব মোজাম্মেল হক খান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মছিরউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মাধ্যমিক স্তরের ৭৫ কোটি টাকার বই ছাপার জন্য এনসিটিবি ২৯১ প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়। কাগজে-কলমে এতো প্রতিষ্ঠান টেন্ডার পেলেও প্রকৃতপক্ষে ২০টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন নামে মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত করার দায়িত্ব নেয়। টেন্ডার পাওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই নোট ও গাইড বইয়ের প্রকাশক হিসেবে পরিচিত। বাজারে বোর্ডের বই আসতে যতো দেরি হয়, নোট ও গাইড বইয়ের ব্যবসা ততো জমজমাট হয়, এমন কথা বহুদিন থেকেই বই বাজারে প্রচলিত আছে। অভিযোগ রয়েছে, অতি মুনাফালোভী এ নোট ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে বইয়ের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এ কারণে শিক্ষার্থীরা সময়মতো হাতে বই পায়নি।

এবারের মাধ্যমিক স্তরের সিংহভাগ বই ছাপার টেন্ডার পায় হাসান বুক ডিপো। প্রথম ধাপের বইগুলোর সঙ্কটের পেছনে এ প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ প্রতিষ্ঠানটি মোট কাজের ৩৬ শতাংশ পেয়েছে। নামে-বেনামে ৫৬টি প্রেসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি কাজ নিয়েছে বলে জানা গেছে। আবদুল্লাহ অ্যান্ড সন্সের তৌফিক সিদ্দিকী পেয়েছেন ১২ শতাংশ, ট্যালেন্ট পাবলিকেশন্স ও মালিহা প্রেসের মালিক এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহসভাপতি এস এম মহসীন ১৪ শতাংশ, মুদ্রণ শিল্প সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ও মৌসুমী অফসেট প্রেসের স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম কাজল ১১ শতাংশ, একই সমিতির সহসভাপতি ও পপুলার লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী হুমায়ুন কবীর পাঁচ শতাংশ, আগামী প্রকাশনীর ওসমান গণি চার শতাংশ ও বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রব্বানী জব্বার দুই শতাংশ কাজ পেয়েছেন।

বছরের শুরুতে এনসিটিবি ৬, ১৫ ও ২৬ জানুয়ারি এ তিন ধাপে বাজারে বই ছাড়ার তারিখ নির্ধারণ করে। ৬ জানুয়ারি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং নবম, দশম শ্রেণীর বাংলা গদ্য, বাংলা কবিতা, ইংরেজি, মাধ্যমিক বীজ গণিত ও মাধ্যমিক জ্যামিতিসহ অতি জরুরি ১৪টি বই বাজারে আসার কথা থাকলেও না আসায় সঙ্কট শুরু হয়। সঙ্কট নিরসনে প্রথম ধাপের বই খোলাবাজার থেকে কাগজ কিনে ছাপানোর অনুমতি দেয় বোর্ড। এজন্য বোর্ডকে ১১ শতাংশ রয়ালিটি দিতে হয়নি। সঙ্কট নিরসনে প্রকাশক ও মুদ্রাকর সমিতির কথামতো বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় এনসিটিবি। তারপরও বই আসার তারিখ কয়েক দফা পাল্টানো হয়।

দ্বিতীয় ধাপের বই ১৫ জানুয়ারির পরিবর্তে ২০ জানুয়ারি ও তৃতীয় ধাপের বই ২৬ জানুয়ারির পরিবর্তে ৩১ জানুয়ারি বাজারে ছাড়ার নতুন পরিকল্পনা নিলেও সঙ্কট কাটাতে পারেনি এনসিটিবি।

বই সঙ্কটের অজুহাতে দ্বিতীয় ধাপের ৩৮টি এবং তৃতীয় ধাপের ২৪টি বইও খোলাবাজার থেকে নিউজপ্রিন্ট কিনে প্রকাশ করার অনুমতি চাচ্ছে প্রকাশকরা। অনেকে আবার বোর্ডের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই নিউজপ্রিন্ট কাগজে নকল বই ছেপে বাজারে ছেড়ে ফায়দা লুটছে।

বাংলাবাজার, নীলক্ষেত ঘুরে প্রয়োজনীয় মাধ্যমিকের বই দেখা যায়নি। রাজধানীর পাইকারি ব্যবসায়ীরাই বই পাচ্ছেন না। রাজধানীর বাইরের চিত্র আরো ভয়াবহ। সঙ্কটকে পুঁজি করে ব্যবসায়ীরা পাঠ্যবইয়ের গলাকাটা দাম নিচ্ছে। রাজধানীতেই নির্ধারিত দামের চেয়ে দ্বিগুণ দামে বই বিক্রি হচ্ছে। অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের মুদ্রিত দাম ২৭ টাকা। অথচ বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকায়। সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের মুদ্রিত দাম ৫০ টাকা ৮০ পয়সা, বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়। বাংলা বইয়ের মুদ্রিত দাম ৩৫ টাকা ২৫ পয়সা আর বাজারে বিক্রি হচ্ছে ৫২ টাকায়।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহসভাপতি তৌফিকুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, সঙ্কট সৃষ্টির পেছনে কেবল প্রকাশকরা দায়ী নয়, এনসিটিবির অদূরদর্শী সিদ্ধান্তও এর জন্য দায়ী।

এনসিটিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর মছিরউদ্দিন যায়যায়দিনকে বলেন, যে পরিমাণ বই ছাপা হয়েছে তাতে বাজারে বই সঙ্কট হওয়ার কথা নয়। প্রাথমিক স্তরের ৭ কোটি বইয়ের ছাপার কাজ এ প্রকাশকরাই ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করেছে। তাহলে তারা কেন মাধ্যমিকের বই সময়মতো বাজারে ছাড়তে পারবে না।

মাধ্যমিক বই সঙ্কটের পেছনে অবশ্যই ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট রয়েছে।

নামে-বেনামে টেন্ডার নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এবার টেন্ডারে ৩০০টি কোম্পানি অংশগ্রহণ করে। এর মধ্য থেকে ২৯১টি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হয়। টেন্ডার বণ্টন করার সময় কোনো প্রতিষ্ঠানের বেনামে টেন্ডার গ্রহণ শনাক্ত করা যায়নি। তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সঙ্কট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নিজেও বলেছেন। বোর্ডের পক্ষ থেকেও মনিটরিং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।